গবিতে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল

ছবি: প্রতিনিধি

গণ বিশ্ববিদ্যালয় (গবি) ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (১২ এপ্রিল) সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মিলনায়তনে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু)-এর সহ-সভাপতি (ভিপি) ইয়াসিন আল মৃদুল দেওয়ান ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে স্মরণ করে বলেন, "তিনি মুক্তিযুদ্ধ, ঔষধনীতি ও মানবসেবায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। গরিব মানুষের জন্য স্বল্প খরচে চিকিৎসা নিশ্চিত করতে তিনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং গণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে সবাই সমানভাবে শিক্ষার অধিকার পায়। তাঁর আদর্শ ধারণ করে আমরা গণস্বাস্থ্য ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাব।"

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. মনজুর কাদির আহমেদ বলেন, "ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। একসঙ্গে গ্রামগঞ্জে গিয়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিলো।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে শুধু চিকিৎসাসেবা নয়, মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্যও কাজ করেছি। ক্ষুদ্র সহায়তা ও উদ্যোগের মাধ্যমে অনেক মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে।"

গণস্বাস্থ্যের ট্রাস্টি সন্ধ্যা রাণী রায় বলেন, "ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী আজীবন গণমানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষের জন্য সুলভ ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তিনি গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রিক সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় অসামান্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন।"

তিনি আরও বলেন, "গণস্বাস্থ্য গড়ে তুলতে আমরা মাটি পর্যন্ত কেটেছি। জাফরুল্লাহ ভাইয়ের সঙ্গে একসাথে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি মানুষকে সচেতন করতে এবং তাদের দোরগোড়ায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করেছি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেন বলেন, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী সারাজীবন সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন। অর্থনীতির বিষয়েও তাঁর গভীর জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা ছিল। তিনি গণ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের একটি প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার স্বপ্ন দেখতেন এবং আজীবন সেই লক্ষ্যেই কাজ করেছেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জামান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এ. এস. এম নোমান আলম, গণস্বাস্থ্যের সিনিয়র পরিচালক রেজাউল হক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ।

শেষে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।